প্রঃ জনগণের সার্বভৌমিকতার ধারণার ওপর একটি সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ।

ঊঃ জনগণের সার্বভৌমিকতার অর্থ হল কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সংসদ নয়, চূড়ান্ত বিচারে জনগণই হল সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। জনগণ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী, প্রকৃত উৎস। জনগণের সম্মতিই হল রাষ্ট্রের ভিত্তি এবং জনগণের নির্দেশই হল আইন। এর মধ্যে এমন কোন উর্দ্ধতন শক্তি নেই যা গণশক্তির উচ্চ-স্থান পেতে পারে। সপ্তদশ শতাব্দীর গণতান্ত্রিক আন্দোলনগুলি ছিল জনগণের সার্বভৌমিকতার প্রেক্ষাপট। ব্রিটেনের জন লক রাজনৈতিক সার্বভৌমিকতার তত্ত্ব প্রচার করে জনগণের সার্বভৌমিকতার ধারণাটির সূত্রপাত করেন। ফরাসি দার্শনিক রুশো এই তত্ত্বটিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে বলেন, জনগণের কল্যানকামী সমষ্টিগত ইচ্ছা বা সাধারণ ইচ্ছা হল রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের অধিকারী। এই সার্বভৌম ক্ষমতা চরম, অভ্রান্ত ও অহস্তান্তরযোগ্য। রুশোর মতে, 'জনগণের বাণীই ঈশ্বরের বাণী'। তাত্ত্বিক বিপ্লব থেকে ব্যবহারিক পর্যায়ে জনগণের সার্বভৌমিকতার ধারণা প্রবলভাবে অনুপ্রাণিত করে অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসি বিপ্লব ও আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধকে। মার্কিন রাষ্ট্রপতি, আব্রাহাম লিংকন তাঁর ভাষণে, জনগণের সার্বভৌমিকতার ধারণাকে স্বীকৃতি প্রদান করেন। তিনি ঘোষণা করেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা হলো জনগণের শাসন ব্যবস্থা। সরকার শাসনকার্য পরিচালনায় ব্যর্থ হলে, জনগণ সেই সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, এমনকি ক্ষমতাচ্যুতও করতে পারে। লর্ড ব্রাইসের মতে, জনগণের সার্বভৌমিকতা হল গণতন্ত্রের ভিত্তি ও মূলমন্ত্র। উদারনীতিবাদ ও মার্কসীয় মতবাদে জনগণের সার্বভৌমিকতার ধারণাটি যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছে।

জনগণের সার্বভৌমিকতার ধারনার সমালোচন

1. **অস্পষ্ট এবং অনির্দিষ্ট ধারণা-** গার্নারের মতে যারা জনগণকে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী করতে চান তারা জনগণ বলতে ঠিক কী বোঝায় স্পষ্ট করেন না।

2. **জনগণের সার্বভৌমিকতা না সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রাধান্য** - অনেক সময় দেখা যায় যে, গণতন্ত্রে জনগণের অতি সামান্য অংশের ভোট পেয়ে কোন দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে ফেলে এবং সরকার গঠন করে। এক্ষেত্রে সার্বভৌমিকতার প্রকৃত প্রকাশ ঘটে না। গেটেলের মতে, যাকে জনগণের সার্বভৌমত্ব বলে উল্লেখ করা হয়, সেই জনগণ দেশের জনসমষ্টির এক পঞ্চমাংশ মাত্র।

3. **আইনগত ভিত্তি নেই-** সার্বভৌমিকতার ধারণাটি একটি আইনগত ধারণা, কিন্তু জনমত অসংগঠিত এবং এর কোনো আইনগত ভিত্তি নেই। অধ্যাপক গার্নার বলেছেন, অসংগঠিত জনমত যতই ক্ষমতাশীল হোক না কেন, সার্বভৌমত্ব নয়, যতক্ষণ না সেটি আইনগত ধারণার মোড়কে পেশ করা হচ্ছে।

4. **স্ববিরোধিতায় দুষ্ট**- সার্বভৌমিকতার অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য হলো  অবিভাজ্যতা; কিন্তু জনমত নানা মত এবং নানা দলে বিভক্ত থাকে। কাজেই গণ সার্বভৌমিকতার দাবীকে স্বীকার করতে হলে বিভিন্ন মতাবলম্বী জনগণের মধ্যে সার্বভৌম ক্ষমতাকে বিভক্ত করে দিতে হয়। এদিক থেকে সার্বভৌমিকতার ধারণাটি স্ববিরোধিতা দোষে দুষ্ট।